ক্রনিকল্‌স

অনুরাধা বিশ্বাস

রাজর্ষি দাশ ভৌমিক

৮ই সেপ্টেম্বর

মুখে বল,এ নির্বাসন, নেহাতই ক্ষুদ্রতাবশত

অনাহূতের আঁচল মাটিতে লোটায়। মাড়িয়ে দিয়ে তুমি তাকে বোঝাও অস্পৃশ্যতা। ভিনপ্রদেশহেতু জ্বরঠসা, ম্যাজম্যাজে করুণ বিস্বাদ, অথচ কাউকে ছুঁতেই দেবে না জানি বিছানা কাঁথা। দরজার উঁকিতে ওই যা সামান্য ভ্রু- বিন্যাস, শুকনো টগর এর মত ...দুয়া। ত্বকের কাছে প্রথম সম্প্রীতি, সেই ঔষধি হাত অতদূর হতে তৎপর হল ? মনোহরা যানজটহেতু, দাঁড়ানো স্টপেজে হঠাৎই পরিধিহীন । ফেলে এসেছিল কেহ বিছানা গেলাস আর মশারির খুটে টাঙ্গানো প্রগাঢ় বাতিক, ভিজে পাপোশের তরে শুকনো গোসল, পদাবলী, তাও নাকি পাঁচশত বৎসরের অধিক।

ক্ষমা পেলে জলটুকও গড়িয়ে দেবে জ্বালা।

ওকে বোলো, তোমার অহং- এও ফাঁকা কলসের মত শব্দ টব্দ হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর

হারিয়ে যাওয়ার

সমাহিত হতে পারলে সমাধান আছে
ধাঁধাসমূহের ভিতর মানুষটি বড় রক্তমাংসের
আছড়ে পড়ার আগে দীর্ঘপাখির ঝাঁক হয়ে অমিতবিক্রম
লকলকে তরবারি দিয়ে কাটতে পারতো একাধিক আশ্লেষ
ধাঁধাসমূহের ভিতর মানুষটি বড় সিগারেটখোর

সমাহিত হতে পারলে
একপৃথিবীর বর্তুল ঠোঁটের সামনে দাঁড় করায়
কারন ইনকিউবাস একটা শব্দমাত্র
প্যান-অপটিকান স্থাপত্যের কোন বিভ্রম সেখানে নেই
ডরমিটরির হাতে অনায়াস হাত লেগে যায়
সমাহিত হতে পারলে তার গৃহকর্ত্রীও
হুইস্কি খায় শুক্কুরবার

সে তবে বায়ুভূত,তার কিছু অনচ্ছ ভঙ্গী,আলগোছের কড়ে আঙ্গুল
গেলবারের শীতে,ক্রিকেটে,গড়িয়ে যাওয়া বলে
কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের লালায়,জড়ত্বে,অনুপস্থিতিতে
সে লাঞ্চ করতে প্যাডেলে পা রাখে

তাকে নিয়ে সব ধাঁধা,তাকে ধা ধা করে দেয়
নিরুদ্দেশ করে দেয়,অন্যবিশেষ্যে সাইফার
ভাগ্যবান ভাববার মতো যাতায়াত নেই
এ চত্বরে তার আর কোন বাঁধা থাকে না।

৯ই সেপ্টেম্বর

ক্রম

সামান্য দেহের অতিবড় মানচিত্র , ওকে পরোয়া করেছ
কি কর নাই, শাস্ত্র বুঝিতে অনাদর, কল্প বলিতে ছিল
অভিন্ন কাতরতা
বরফের...

অস্ত্র অর্থে যন্ত্রণাও ব্যবহারযোগ্য সে বয়সে বুঝিবার নয় বলে
অতিপ্রবাহিত রঞ্জন আলোয় হৃদবন্ধের দরজা খুলে যাওয়া,
একটির পর একটি দরজা খুলে যাওয়া
বেগমের পোষ্য পরন্তপ, অধিকতাবোধে কিছু শৃঙ্খলা,
আলপনা প্রসারিত হয় অতঃপর।

বিষয়ের মলিনতা বড় তামাটে, উজ্জ্বল, তুমি পরোয়া করেছ
কি কর নাই মহলে

হিতঔষধি ছিল, ছলা, অপারগ বঞ্চনা ক্রমানুযায়ি...

নরনারীদের বয়স, সে বয়সে বুঝিবার নয় বলে
লুকোনো পোশাক পাতা পারা লেপে বাড়ি ফিরিতেছিলে

ছুটি চেয়ে গেল যারা তোমারই ছাত্রী । মোহন অভিসারে যাবে ।

৯ই সেপ্টেম্বর

বন্ধুদের জন্মদিন

কাঁপাশিখারা কুশহস্তের এদিকে হাওয়া
ওদিকে দুহাত পিছনে রেখে শুষ্কতায় প্লাবিত দহন
ছেলেমানুষী খেলাগুলোয় পাপ তার অবোধ
কখনো ফু দেয়নি
অভিযোগ এসে নির্বাপিত করে
হাওয়া তাই ওদিক
হাওয়া তাই ফিসফিস করে
হাওয়াদের অন্যউড়ানমনস্কতার কথা বলে
কাঁপাশিখারা,ন্যাকামো,গন্ধ চিনে চিনে
একটা আস্তানা আবিষ্কার করা
স্যাঁতস্যাঁতে,মূলোটে,অসম্ভব সাদা
প্রতিটা ইঁট যার একটা উপেক্ষা
আরেকটা নিস্পৃহতার
দ্বিধাদ্বন্দ্বে

অন্যচোখ নেই, নিশ্চিন্তে তাই রোদেশুকানো মাছের ডিম খেয়ে
অন্যমুখ নেই,নিরুত্তেজিত পাশবিক এপিলগ দুমাস
অন্যকান নেই,সেভেনসিসটার্স,তবু কি যেন নাম

প্রতিহিংসার কথা ভেবেই হাওয়া কিছুটা জোলো
মৎসকন্যারাও কাঁদে তবে জলের অপলক গভীরে
- জঙ্গলের প্রাচীন প্রবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর

আমার অস্পষ্ট কথাগুলি দাঁতে কেটে নিতে ঘুম এল।
অশ্লীলতা আমাদের সবিশেষ কৌতুক, বন্ধুস্থানীয় ছিল
টেলিফোনহীনতার চিঠি চালাচালি
বড় আগন্তুক ছিল প্রথম তড়িৎ, আরো বেশি ভিন্নতর আমাদের
হাজার যোজন সময়, শ'খানেক মাইল দীর্ঘ বছর

স্বপ্নে বারবার আমাকে চিনতে পারিস না দেখে ভয় হয়েছিল।
আমিও পারিনি। গাড়িবারান্দা ধরে সহজ পিঁপড়ের লাইন, অনুগামী
তুই তুই তুই- এর অভিযোগ। কাঁধের কাছে 'ওগো অগভীর' ঠোঁটে
কালো কালির উল্কি কোথাও কোথাও গভীর হয়েছিল
অথচ স্বপ্নে, চোখে চোখে ঠোক্কর লাগে। ঠিকানা বাতলে দিয়ে
পাশ কাটি। একে অপরের ঘ্রাণ হয়ে ক'বেলা কেটেছিল, হ্যাঁ,
কৌতুকবশতই।

শরীর শব্দের অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন যোনি শব্দের প্রগাঢ়
ঘুম এখন। আপনাকে, তোমাকে, তোমাদের কখনো ভুল করে
তুই বলে ফেলতে পারি, আমার অস্পষ্ট সংসার, গিঁট পড়ে যাওয়া দড়িদের
দাঁতে কেটে নেওয়া যৌনতা বহু বহু দূর, অনাত্মীয় হয় যদি,
খ্যাপাটে পরিব্রাজকের মতন ভয় দেখাবেন ? শাস্তি দেবেন ?

১০ই সেপ্টেম্বর

যে জেগে উঠবে

তখন সকাল হব হব
আততায়ী ফিরছে
নিমগ্ন তার দুপাটি চটি অনুজ্জ্বল ছিল উপজীবিনীদের
অনূঢ়া বল্লরীতে,ব্যাখ্যায় নকশা,যথাযথ কলকব্জাযুক্ত
যেমনটা বর্ণনা না করতে পারলে অস্পষ্টতা থেকে যায়
আন্দাজে গঙ্গাজল গড়াচ্ছে গৌরাঙ্গে,মন্ত্রোচ্চারণের এই ভাষা গৌরান্ড
দেহযার চন্দনকাঠ,ধূপ,নিরীহ পাখিদের আঁচড়
উদোম হলে ঘনঘোর ঘরে অনুর্ধবাতায়ন,কোঁকরানো সুবাস
বড়দুখী মেয়েগুলির অন্তরে দীর্ঘবাতিলের শেষে কপাট তৈরি হল
সুবাসের রশ্মি এসে একে একে পদ্মপাপড়ির চোখ খুলে দেয়
সহস্রতায় ইন্দ্রেইন্দ্রিয়ে ঝলকানি,মনে হয়
এই বুঝি চর্তুদিক গণনায় উপনীত
অগুনতি পাপ,খুচরো পুণ্য,পয়ঃপ্রণালী
এতদূর থেকে ভালোটুকুতে জাল ফেললাম
এতদিন পর স্রেফ সুবোধিনী,ভালোটুকু
কে না জানে এ সবই করায়ত্তের,কলের পুতুলের চাবি
ডুব দিলে চুল ভেজে,যৌনাঙ্গে সুড়সুড়ি লাগে হিমেল
সর্বস্ব হৃত হোক,উদ্ধৃত হোক,আপত্তি বিশেষ নেই

১১ই সেপ্টেম্বর

''যে তোরে পাগল বলে, তারে তুই বলিস নে কিছু''..

*

আলাদা রেটে যে বেঞ্চিটি পাওয়া গেল, আসলে কেবিন, ভ্যাপসা গরমে মুখোমুখি। দ্রুত বাসা বদলে চলেছি, বুঝি যৌনতার বাসা এ শহরে প্রাচীন, এক চুমুক দূরত্বের মাঝে। বালিগঞ্জ স্টেশনের ওভারব্রীজ থেকে বার্ধক্যের চাহুনি ঝরে, হঠাৎ বৃষ্টি শুধু কলকাতাতেই হয় বুঝি ?

*

উৎসর্গ করিবার লগ্ন আসে নাই। স্মৃতি তো প্রভুভক্ত নহে, স্মৃতি তো পক্ষপাতদুষ্ট। মাননীয়ের উইল, সে মুলুকের টেরি কাট, বেলবটম, প্রেমিকাকে দড়িবাধা ব্লাউজ পড়ানোর সাধ... মাননীয় উইলে নিখোঁজ হওয়া বন্ধুবর্গের সহিত আকণ্ঠ সম্মোহন, গুলি ... বাদ পড়িয়াছে। কলিকাতায় সর্বাধিক চাকরি খোয়া যায় বুঝি ডাকহরকরাদের ? বংশলতিকাহীন এ মরণ, বারান্দারা হউক দরোজাবিহীন, যৌবনরহিত কপতের। উৎসর্গ করিবার লগ্ন এলে ... মৃত ফিরিঙ্গি ট্রামচালক, তুমিও আসিও।

*

আমরা আচমকা বন্ধু। প্রবেশাধিকার যদি ফিরিয়েই নিই, ফ্রয়েড তার স্বপ্নতত্বে আচমকা কিছু ভুল করে ফেলতে পারেন। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে হঠাৎ নিজের সাথে ধাক্কা খেলাম, ত্বরণ, 'তুমি এ বয়সের দূরাত্মীয়' এসব ছেলেভোলানো ছড়ি আমি এড়িয়ে যেতে পারি। নৌকো তো নেহাৎ ফ্যান্টাসী এখানে, মাঝিও...। আমাদের কাগুজে নাও তবু, স্বর্গ তবু, মরণ ... আচম্বিতে গহণ কেবিনের মত নিকট, আত্মজ।

১১ই সেপ্টেম্বর

গুনগুন

মোটর ট্রেনিং ক্যান্টিনে সিঙ্গারা ভাজা হচ্ছে,তা অনতিক্রম্য
লোভ আর আলস্য আর দাঁতেচিবুনো,আর্যাবর্তের তিন চূড়া
উমাপ্রসাদ শুধু নিচে দাঁড়িয়ে একটা প্রনাম ঢুকবেন বলে ঘর
ছেড়েছিলেন যৌবনে।সৌন্দর্য্যের কাছে চিরকাল নারীহীন
থেকে যাওয়া নিয়ে তার ট্রাভেলগ দারুহীন,আলমোড়ার মিশন
অবিশ্যি উঁকি দেয়,সেখানে একেক মৌমাছির একেক মধু
কোনটা আপেলের,কোনটা পাহাড়ি বাতাবির,কোনটায়
সেই নীল ফুল যার হলুদ ছিটে নিয়ে আমাদেরও যথেষ্ট আপত্তি থেকে গেল
নাকি একটাই মৌমাছি,যে আপেলে ছিল শীতকাঁপুনি হয়ে
পাহাড়ি বাতাবিতে আচমকা টার্ন,আর হলুদ ছিটেতে
কিন্নরকন্যাদের নাকের পেল্লায় নথ
উপভোগ একজনই করতে পারে,অনেকের সঞ্চয়
গ্রিনহাউসের উত্তাপে সন্ধ্যা এলে তবে বুঝি ছায়ায় রয়েছে
উতরাইয়ে ছোট ছোট যত অভিযোগ,শুকনো টাকরা

১৩ই সেপ্টেম্বর

শুনিবার লোক তো নেহাত কম পরিবে না। তবু
কৃষ্ণসারের দলে স্রোতার বড় অভাব
গুণপনা নিয়ে অতিবড় অধিকতা
মঞ্জুর ছোটো কপালে
চাঁদের সমান একখানি টিপের মতন। মানায় না।
আর মানাবে না বলে অঙ্গেই তুলিল না কেউ সোনার বাজুবন্ধ।

গা ধুয়ে পুন্যিমে ঋতু, আধখানা চাঁদের মতন পিঠে
পিঠ ঠেকিয়ে অভ্যেসের গুলতানি। আসলে ছেলেমানুষ,
তবু বড় হওয়ার অভিনয়ে কি আজব সততা খুঁজেছে।
রাত হল। বলার মত এখনো অনেক মজা, যাবতীয়
চুটকি যা যা সপ্তম শ্রেনীতে শেখা বরং কাল হোক। ...
আসলে আপিসবেলা বড় জোরে ঝরিবে সকালে, ক্ষমাহীন
রোদের মত,শৈশব- মতে দিব্যশক্তি,
ওরফে কত আর আমার ক্ষমতা...

আসলে ফেরায় অনীহা, তবু বড়- হওয়া- হেতু ঢিলেঢালা মহানুভবতা
একা জেগে থাকা নিয়ে শেষ কোনও কথা হলে,
পষ্ট জানান দাও, নিরুত্তাপ - -
‘শুনিবার লোক ! নেহাত কম পরিবে না...’

১৩ই সেপ্টেম্বর

সেবার

অপার বৈষ্ণবহেতু পঙক্তিগুলি দাঁতে ধরে রাখা
পাপ যত মিশিকালো দাসানুদাস রাজর্ষি
তার সেবার ভারে সোনালি মর্তমান নিবেদন দিলে
এই উর্বরতা একদা অপরিচিত,বংশানুক্রমিক
তারা গরীব,সহিষ্ণু,হাড়েগুনতি,পুঁথিপুঁজিহীন
যেমন মেয়েলি গড়ন ভক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত,ডৌল গোলাটে
মাতৃধারায় দধিমুখ,স্ত্রী- অনুসারে পায়ে পায়ে বিড়াল
কুঠিবাসিনী তার নরম ঠোঁটে শরাবকে লাল করে দিলে
এর সাথে উর্বরতার কোন সম্পর্ক নেই,প্রাত্যহিক ক্ষমাপ্রার্থনার
বংশকে এমনটাই একঘেয়ে করে রাখার,অথচ ফলপ্রসূ
খুঁটে খেলেই অপবিত্র হয়,মতান্তরে প্রসাদ করা
কুসুমকুমারী মাঝেমধ্যেই ডাকপোস্তে বোঝান তালব্য বা দন্ত্যের গুরুত্ব

১৪ই সেপ্টেম্বর

আমার বামদিক আহরিৎ বসন্তের, উন্নত দ্রাঘিমার দিকে
প্যাঁচানো প্রশ্ন আর ঠাট্টাদের জন্যেও একটা ঘর
খোলা ছিল,প্রতীজ্ঞা টতীজ্ঞায় অরুচিবশত একখানা
পিঠভাঙ্গা সোফা, চটি পরেই তো ঢুকেছিলে
আপাতত বিছানাময় আমাদের সাট করে বসা পা। গলাকাটাদের
ট্রেন যাওনের তরে, ঠেসেঠুসে গোছানোর তরে জানালা রাখিনি
আঁখিধারাপাত, নাকি রক্তবিনে তুষ্ট হবেনা। জড়িয়ে ধরা
ও ফুঁ দেওয়া ঠাকুরের লগে একটা ইস্টিশানও আছেক
পরমায়ুর ভাদ্রমাসে গোলামি করার মতন ঈর্ষা ও ত্রাস
নেই, দক্ষিণের মেয়েবউএর জোড়া নথ নেই, উল্লেখহীনতা
নাম্নী কোনও অপরাধের কথাও লেখা নেই...পরিণতি
আয়ত্তকরা সকল বাহন হেথা, হেলানখোর, প্যাডেলবিহীন

আরো খানিক হেঁটে পেরোও,
জন্মতারিখ, বন্ধুভাগ্য, তুমি জানো এই রক্তিম
যাতায়াত, করমর্দন। বন্ধুহীনের কানা চাঁদ, অকস্মাৎ সেতুর ওপার...
সেও তুমি জানো।

১৪ই সেপ্টেম্বর

উত্তরের

সব কিছু নিয়ে হাসাহাসি চলে সব কিছু নিয়ে
চলে যাওয়া বানপ্রস্থে বড় প্রিয়,ধনুর্ভঙ্গী
অলস চৌকাঠে,মুখোমুখি,ধানে দুধ
আসার শব্দ বোঝো?পঙ্গপালেরা অতিষ্ঠ করে দিল
আলের ব্যবধান।পিঠে আঁচল পেঁচিয়ে গোবরলেপায় গড়
পটমাতা খুশিয়াল,দেহস্থলীতে পূর্ণ অন্নের যোগান
এ ভাব রাধাভাব,হলুদ,হলুদে ছেয়ে যাওয়া
পিতৃব্য বললেন ভাবের ঘরে এত বড় চুরি
পরপর দুইদিন তাও।দানে অসমর্থ হলে
উদাসী অপাঙ্গগুলি পুরুষকারে বটতলা,ছিলিম
বংশরক্ষার কথা মাথায় ইতিউতি গোলামচোর,মঞ্জু জানে কি
রতন ছেলেমানুষ না,ছেলেমানুষ হয়ে যায়
অনতিক্রম্যতার প্রতি ছোটখাটো শ্রদ্ধা ওরও আছে

১৫ই সেপ্টেম্বর

জীর্ণতার প্রমাণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। তুমি তো অত বোঝো না, কাঁপুনি টেবিলে ওঠে, তুমি বোঝো কই জল পড়ে যাওয়াদের লুকোনো বাসনা । কর্কটে চন্দ্র লাগিছে, ধনুতে বিশুদ্ধ বাণ, তুমি বল তরঙ্গ ধর্মী আলোর সুবাদে বিরতি সমেত আসে বিরহ, অতিবিরহও। 'শিকলের প্রতি এত মায়া , কোনওজন্মে ক্রীতদাসী ছিলি বা'... অতিধীর স্বগোতক্তির কাঁপুনি টাঁপুনি নেই, চোখ তুলে চাওয়া নেই; অথচ অসাড় বোধে পৃথিবীকে দু হাতে ওড়ায়... দু হাতে এড়িয়ে যায় ভিনপুরুষের হাড়মাস ...উহাদের স্মরনীয় ভিটে।

টলটলে ভালো, নিখাদির অজানা উপোসে হঠাৎ শ্রাবণ বড় স্বজাতির। কে কাহাকে উপমা বোঝায়- - তিল মানে প্রবেশ-সড়ক। তিলে তিলে যাতনা খাটিয়া মুঠোমাত্র বিধু পাওয়া গেলে যে নিজের কাঁপুনি বোঝায়,দয়া টয়া পরিশেষে তুমি তার জীর্ণতা হলে,

কে কাহাকে হরণ বোঝাবে ?

১৫ই সেপ্টেম্বর

কনডেমনেশানের

মা তোমার মনে আছে,অফিসের শাড়ি
সবুজ প্রিন্ট,এর মধ্যে কেমন একটা ইয়ে আছে
কত কি তো ফেলনা হয়,কেশিয়ারবাবু চা খেতে খেতে
- ইউ.পি তে কি আবারো মায়াবতী,সই করে দেন
লরি আসে,ঘেসো,দুনিয়াঘোরার পারমিট পকেটে
হাসতে হাসতে সম্মতিগুলো জ্বোরো,হাত- পা- গা ব্যাথা
পুরানো বাসিন্দারা জানিয়ে যায়,এত জমিয়ে রাখা কেন
বিক্রয়যোগ্যতা আছে,পিচ্ছিল সাপ বেড়োয়,কোনদিন
আগুন লাগতে পারে,বর্ষার জল পেয়ে শ্যাওলারও
শিঁকড় গজায়
যৌনক্ষম হতে হতে অধিকারবোধ,কেবলমাত্র
সিদ্ধান্তিক প্রবণতা আমাদে,তিরস্কারযোগ্য,তবু ঘটনা হল
মিহি গলায় পুজোর ছুটিতে এলে একটাদুটো আপত্তি
মাছের ঝোলে পারিবারিক বৈষ্ণবরুচি,অনুপ্রবিষ্ট ফালাফালা পলান্ডু
দুপুরে ঘুমোতে গেলে পর্দা টানতে হয়,এসবে অবাক হও
আয়না আর অপলক দ্যাখে,কুচি ঠিক আছে কি না
সশাঁখ প্রতিচ্ছবিটি,দোক্তামুখ সব আরোপ
প্রবাহ,মনে করিয়ে দিলাম,টিফিন নিও

১৬ই সেপ্টেম্বর

মঞ্জীরের

তুমি। জল। পরিপূর্ণ । এর মাঝে দাঁড়িয়ে সে এখনও উলকাঁটা, পড়ে যাওয়া ঘরেদের খুঁজিয়া ফিরেছে, সে তোমার বন্ধু হয়। তুমিবোধে অতীবসঞ্চয়ী। অতিক্লিষ্টঝঞ্ঝাদিনে, সে তোকে পরোয়া শেখায়। আগুনের আত্মফুটিফাটা, সে তোমাকে আড়াল করেছিল লক্ষ লক্ষ অঙ্গে তাহার বেতের সংসর্গ আশৈশব। অস্তমিতদের মদ্যপানে ঋণ, কাঁধে জরা। কোথাকার কে হে তুমি পলায়ন, এড়িয়ে যাওয়াকেও বিধিসিদ্ধ করেছ নিজগুনে। অবারিত ঠিকানা কেড়েছে সে, সড়কে অস্পষ্টকালভার্টে দুদন্ড ঘড়ি দ্যাখে, দ্যাখে তরলের কব্জি, খনাজাতিকার গঞ্জনা, অশ্রুপাত দ্যাখে। হাঁটুনিমজ্জিত পাথরের দেহ, অতিকন্ঠ তবু। ওকে অপরিহার্যতার কথা বোলো।

পরোয়া করার কথা বোলো।সরল ও সামান্য জ্বরে, ওকে, ফিরে ডাকবার কথা বোলো।

১৬ই সেপ্টেম্বর

কিছু মানে

মামুলি জিজ্ঞাসা ছিল এদিকে সরল সম্রাট
ছিটেদাগ পায়রাদের প্রশস্ত চত্বরে ওড়াওড়ী
সহজিয়া সাধকের বসন হাওয়ায় এলোমেলো
এদিকে সমাধিঘর আলাভুলো শিশুরা অবাক
আলো আসে দৃষ্টি যায় জালিদার অজ্ঞাত আঁধার
কি প্রশ্ন ছিল তোমার সর্পিল অবতলে,উঁকিঝুঁকি
সে বুলন্দের নিকটে আসা মানে বমি,মাথা ঘোরা
ঘিঞ্জি উদ্ধারণপুর গাঁ- আটোসাঁটো ঘর,ব্লাউজশায়া
রোদে শুকোয়,পতংগ ওড়ে,দেয়ালে গুটখার দাগ
ক্ষীণদৃষ্টি এতোদূর আর্জি নিয়ে পিপীলিকাসম
অশ্বত্থগাছের ডালে সন্তানবাসনারা ঢিল হয়ে
সে প্রেম আল্লাহ যদি সে প্রেমে মৌতাত নিঃস্বার্থের
জালিদারে চোখ গুঁজে শিশুরা ওড়াওড়ী দেখুক
তার প্রশস্ততা নিয়ে,প্রশান্তি নিয়ে শূন্যের গান

১৮ই সেপ্টেম্বর

ফেলে দেওয়া লাইন

*
বিশ্বকেতুর গল্পের পরে, আমার ছলছল আঁখিপাতে আদরের সম্বল
ছিলে তুমি, আমি কোনও গল্প বলিনা তোমায়...
ছেড়ে যেতে চায় না যারা, ছেড়ে যাওয়ার গল্প বলে বেশি
*
যে কোনও রকম একঘেয়েমি আমার অপেক্ষায় মদত যোগায়
কেউ আসার নেই, এটুকু প্রমাণ করতেই খাট- পালঙ্ক- বালিশের কানে
গল্পে শোনা কুচকাওয়াজ
*
কালশিটে শব্দটাকে কারা এত শৈশবহীন আর ক্লিশে করে দিলে ?
*
এককালীন বড় সাধের ওই উড়োজাহাজে,
তোমার সই বিলেত যায়। বড় অনন্য এই অবহেলা, অদৃষ্টি
একাকিনীর প্রতি। যুদ্ধ ও ধ্বংসের বহুদিন পরে তোমাকে
পেরিয়ে যাবে কোনও wordsworth, কোনও কৃষিনির্ভর পাহাড়ের মতন
তুমিও শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরে...
*
জিতে যাওয়ার মতন তুরুপ, তুমি বেছেছ বন্ধুহীনতার
ফাঁকা র‍্যাক
*
সেভাবে স্নেহের কথা বলা যায় না। দূরত্বের কপাল ঠোঁটের ঘরে উড়িয়ে দেওয়ার মত বিদেশি লিলি; মোহনের আত্মীয়, চন্দ্রকান্তের লুকোনো কোনও বোন, বিশ্বকেতুর নিরলস সখী, খরখরে পিচওঠা চাতালে কিতকিত। একটা একটা পা, একটা একটা চোখ কান আয়ু, জুড়ে যাওয়া পিঠ।ইছামতির তীরে এসে ফিরে যাওয়াদের তরে দুদণ্ড ভাত, পাখা দিয়ে হাওয়া। অচলনপুরের স্থানাঙ্ক সোমত্ত হইল ভেবে নির্বান্ধব হাওয়ারা টোন কাটে, তবু তো নুরের দেওয়া নেওয়া নয়, আকাশের নগ্নতায় ঢাকা পরে ঘুমোনো নয় তাহার সঙ্গে। অপার্থিবের শামিয়ানাহীন, সেখানে শরীরও বাধ্য, শরীরও বন্ধু। চাঞ্চল্য, পাথুরে ছোড়াছুড়ি ও বেদনাতে, নয়নের বড় টান। । আশৈশব নিরবিচ্ছিন্ন স্পর্শের পাশে বসে...সেভাবে স্নেহের কথা বলা যায় না ?

১৮ই সেপ্টেম্বর

এলোমেলো

আলগা- তে বরাবরের অনীহা
সুরার অতিরিক্ত জারনগন্ধ,দলাদলা কাপড়ে,ঘরময়
জীর্ণতা ব্যপিত হয়,শিরাউপশিরায়।এই তবে দেখানো হোক আজ
দেয়ালের অসম্পূর্ণ গ্রাফিত্তিতে সুধাময়ী সঞ্চয় মোমরঙ,আলোড়িত
ব্যাথা হবে,মমত্ব হবে,আহাউঁহু হবে,স্নেহতর প্রেমও হতে পারে
তালুর উপর থুতনি রেখে গল্প পরস্পর।তেমন মহৎ বুঝিবা দুপুর
মাল্লাদের থেকে কেনা বাদ্যে ঝাপটের আগেপরে কিছু অবরুদ্ধ সুর
ঘাতপ্রতিঘাতসমেত,পুরিয়া দেওয়া হল,একঘেয়েমি যার নামান্তর
আজ্ঞা হোক,শক্ত ও স্বাদু কেবলমাত্র,পরিমিত ঘিলু
মুখব্যাদান উপেক্ষার প্রমান বলে কত খুসী
টুসটুসে,ব্লাশিং এর প্রতিশব্দ থাকলে তাও
সারাৎসার গুছিয়ে রেখো,দুর্গমে পা পড়ে সন্ন্যাসীর
তিনি ধৈর্যরেতা,তা বলে কি মামুলি ফুলের বাষ্পস্ফীতির
আকাঙ্খা দেখার চোখ ও গেরুয়া,যথেষ্ট তিতিক্ষা থাকলে
আঘ্রান আছে,চুপচাপ এগিয়ে যাওয়া
গৌরান্ডে ভাবপ্রকাশের অসুবিধা,আরোপিত এই ভাষা
জাতকজাতিকার,অলীক জড়ের,সজীব প্রান তা বোঝে
সোমনাথ মন্দিরের সূর্যাস্ত,নখের লালা,প্রবল ঠুনকো থাকার মত
যা যা রাজত্ব

২৪শে সেপ্টেম্বর

উত্তেজনা

দুচোখে নক্ষত্রদের জন্যে অজস্র চিঠি নিয়ে ঘরে ফেরা।উনুন থেকে নামানো চাঁদ, আলনার আড়াল থেকে নামাও রেললাইন।তার পাশে যাতায়াতহীনের আড্ডার মত বয়ে চলা...। ‘এ শহরে নদী আছে’ প্রশ্নবিহীন ব্যাখ্যা মদ্যপের, অনতিপরিবারের দালানে ওই নাম ধামহীন বরে- খ্যাদানো চাঁদকে সে আশ্রয় দেবে। আশ্রয় দেওয়ার কি অবোধ নেশা, শরীরের পলেস্তরা তাতে কিছু কম বিদ্রোহ করিবেক ভাবে। শিহরণ খেলিবার প্রথা, নারকেলকুড়ুনির পাশে এঁটোকাঁটা, লক্ষীমন্তের অপরাহ্ন নামাও পুরোনো অ্যালবাম নামাও চিলেকোঠার কেটে যাওয়া বাল্ব নামানোর কথায় কে আবার বলিয়া উঠিল ফিলামেন্টের আয়ুর সমান ছিল এই মাহেন্দ্রক্ষণ... থম বসে থাকে তবু কোল, হাঁটু।

বন্ধুরা চলে গেলে পর, দেওয়াল হতে হাওয়া বয়।‘অনেক হল’সে ভাবে, অরণ্যকালীন গাঢ় শীতে চাদর সেলাই, গা ঢাকিবার কথা, ঠিকুচি- কুষ্টি নামায়... প্রতারণার কথা ভাবে ...

২৪শে সেপ্টেম্বর

দেহাতের

উদ্যান কর্মাধকসের দেহাতি বউ, আড়হাত ঘোমটার ভিতর টিমটিম
অ্যাসিটিলিন শিখা, অল্প আলো আর উত্তাপ মর্জিমাফিকের থেকে খানিক
পিছিয়ে, নতমুখী, বিশুদ্ধ শাকাহারি টেবিলে, তুরাই কাটে কুচিসাদা দাঁত
মুখোমুখি, তগ্ ধাতুর ঝোলেঅম্বল লাল করে কুঁকড়ো ভেজে গোলমরিচ
মাখিয়ে তৃপ্ত হয়। তার এই সুবাস আর মশালা আর লুকানো রাম আর ছাড়বার নয়
ইঁদুরের গল্পগুলো এসে সত্যিসত্যিই দাঁত খুলে নেবে, অনুনয়পূর্বক খাসি খাওয়ার
যে মজার ঘটনা বারোইয়ারি পুজোর, তাও প্রসূত কল্পনায়, বুকের চুল খামচে ধরা
সদ্যজাতরা বেওয়াকুফ হয়ে খেলাধুলা করার অন্য প্রশ্রয়, নখচন্দ্রে একাদশী ইঙ্গিত
উদ্যান কর্মাধকস সস্তায় কেনা ছোট ছোট বিচি, সুরক্ষাহীন, প্রত্যাশাহীন
মোরামপথের দুধারে ছড়িয়ে, মাঝেমধ্যে হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে দ্যাখে বাড়বৃদ্ধি, সবজেভাব
শীতকালের ব্যবহারবিধি, গরমে কেবল বিকেলে জল, মরশুমি ফুলেদের ফান্ড
কাটছাঁট করে যদি কিছু খোলপচা, অন্তর অন্তরে দোপাটি, গোলাপি রঙএর, মন্দ নয়
দেহাতি বউটি তার অষ্টবক্র, খামখেয়ালী, বুকচেতানো স্বামীটির জন্যে রুটি সেঁকলে
কোনদিন মুখের দিকে তাকিয়ে, সলতে কমিয়ে, বেশ জোরেই কি যেন ইচ্ছের কথা বলেছিল

২৫শে সেপ্টেম্বর

*

মোহন

নীরবতা হাঁটু মুড়ে বসে, ঠোঁট খোলে, খুলে রাখে চিরায়ত প্রেমিকের নাম, তোমারই। শরীর খুলে রেখে পাশে, তোমার ভেতরে আশরীর যাতায়াতে চেনা পড়ে আদিকুঠুরির কাঙ্খিত লাজ, ইশারার সূক্ষ্মতা মসৃন দেওয়ালের গায়ে হঠাৎ দরোজা, খামোখাই। কতদূর থেকে চিনি এই আস্বাদন, কতদূর থেকে, ঘ্রাণের স্মৃতির মত অব্যক্ত, ব্যাখ্যাবিহীন তোমার ডাকাডাকি।অমৌতাত মেয়েদের অপ্রস্তুত সন্ধ্যাবাস- - এহেন অলঙ্কারে জমানো কৈশোরের ভাষা তুমি জানো, জেনেছ ক্রমাণ্বয়ে ভাষাদের নির্বান্ধব হওয়া। অন্তরের শীতলপাটী, আদরের কুঁজে.াভরা জল... এখন নাহয় দীর্ঘ সুবাসের মত পর্দাটানা মেঝেয় অন্তরঙ্গতা, অভিনয় সহজাত নয় তাই এতো বোঝাপড়া, পরিচয়বোধে বিরোধ লাগে ।এই ভাষাহীন ভৈরবে অতলের, অর্পণের কেউ নই, রাধামন কেউ নয় এই অবকাশবিনে তোমার আমার।

কুচো ফুলে ঘেরা বুকের আসন, ওখানে জল রেখো, বর্ষা রেখো...রেখো মৌসম- বিরোধী অকস্মাৎ রেতঃপাতের পর প্রাত্যহিক নিভৃতি।

নিভৃতিই বলি, শূন্যতা শব্দেও মায়া আছে।

*

রাই

শুশ্রূষা শব্দ তাহার কেহ নয়। অপেক্ষা নহে, সময়াতীত নির্জনতা তাহার কেহ নয়। টেবিল- প্রাচীন কিছু স্তব, লিখিত অলীক কিছু, ধোয়ামোছা ব্যামো- বোধে দূরে সরিয়েছে। দূরে সরিয়েছে, যে তাহার প্রকৃত আপোষ। পিপাসার্ত থাকা পরাজয় হাঁপিয়া উঠিল বলে দূরে যাবে... দূরখানি সোহাগের লাগে, দূরখানি মানে মাপাজোখা, ক্রোধ, কান্না- কপটের হাড়মাস- নৈরাশ্যবিহীন কোনও স্বল্পায়ু ফুলের কাছে বসে পড়া। সঞ্জিবনী, সঙ্গী নয় তবু দেহের সাবেকি তলাশ যাকে সঁপিয়া রেখেছে, উচ্চারণে কেবল শ্বাসবায়ু, লীন। স্পর্শকাতর, চিরকাল বাহুভরা ধন, চৌষট্টী পার্বণের পর কুচি ধরিবার মত আপন, তাহার কেহ নয় ...

আঘাতের প্রেমে পড়ে একই পথে বারবার যায়। ক্ষতবিনে কে তাহার চরণের কোমলতা জানে, যাতনা বিনে কি তাহার শিঞ্জিনী...

২৫শে সেপ্টেম্বর

অভাবিত সেই দুপুরপরবর্তী পা ছড়িয়ে বসা
তেমন একটা নাম যদি দেওয়া যেত,উপভোগের
সুন্দরের বিশেষণ- তীক্ষ্ণ,হলে আপত্তিজনক নয় কিছু
তিনি নাকউঁচু বলে একলপ্তে চা এর অর্ডার,ক্যান্টিনে
এককোণে বসে কে তুমি পড়ছো ভিনদেশী বিচ্ছেদের কাহিনী
- ঠমকে ঠমক লাজুক তার বেঞ্চে পা তুলে দ্যায়
ডিহিসাকিন এদেশের কিছু বুঝবার নয়,মুখের কাছে
মুখ আনলে ,দোক্তার গন্ধ পাওয়ার আমুদে বিবাহোত্তর
ভারিবুকে ঝমঝমে নেকলেস,একসানকি জলভাত আর
চিংড়ীর অন্তরালে মনভ্রমরা আলতাপদে,মঙ্গলসুত্র অবিচল
সেখানেও বিপর্যয় আছে,ভৈসা ঘি ভালো করে
পরোটায় মাখিয়ে যে ঢলোঢলো আস্বাদ
তা বুঝতে গেলে জেগে উঠেই হনুমানচালিসা,পারসিক
বিদূষীদের মধ্যে কেন খড়গনাসা এ নিয়ে সাঈদসাহেব
বিধর্মী করে গেলেন,পরিধেয় আচম্বিতে খসলে
আর্যঅনুপ্রবেশের নিটোল ডৌলত্ব,অন্যান্য বসতবসতির
ঝগড়ুটে কুঁকড়ো বলে আদর,এসবই ব্যাকরণসম্মত
নৈয়ায়িক চা খেয়ে শিখায় উদার বিকেলের
সাতরঙা বক্রতা,উপভোগের মধ্যে এতটুকু ফাঁক হলে
আরো দুঃখভোগ,ডালিসহ,আচমনসহ,ত্যাগসহ

২৩শে অক্টোবর

*

আড়াল

উদাসীনের ধর্ম মেনে আমি ভগবানের চক্ষুদান ফিস্টি
পেরিয়ে এসেছি। সুরবালাদেবীর বিস্তৃত ঘুঙ্গুর, ঠুমকোর সিডি
ক্যাসেট বন্টন, জলপানরত যৌবনের গোধূলি উদ্ধারেও বিশেষ
ভুমিকা নাহি।তবু ‘পরবাস’ শব্দে শিকলের প্রতি লুকোনো
কামনা, উমেদারি, পায়ে আবীর নিতে দাঁড়ায়। বুদ্ধিবারান্দায়-
চর্মকারের কাপড় মেলা, যৌনাঙ্গ ছুঁতে চাওয়া অধমর্ণ রোদ্দুর,
অনতিপীরের দুছড়া অস্থাবরও মেলে রেখেছি।

*

Adam’s Apple

পুরোনো কুয়াসার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরতলক চুম্বন
অপর্যাপ্তের এঁটো ভার মুখ ফেলে এসে রুগি দেখা, রোজের বাজার
কল্পসাধ্য অপেক্ষার সমান চিরন্তন, ফি-সন্ধ্যের সূর্যাস্তের
মত ঐতিহাসিক ‘কথা নেই’, দূরভাষের মল মুত্র,অবাঞ্ছিত চুমু,
ঠোঁটের শুকনো চামড়া ওঠা সাদাটুকু বাদামি টিউবয়েলের পাশ দিয়ে

এখানে কিড়ায়াদারের ক্ষেতি, শীতের বাগান, চা গাছের গুঁড়িতে
বানানো টেবিলের ওপর ওদের শরীর অহেতুক অভিকর্ষজ, সচেতন।
ত্রস্ত ভ্রমরীর মতন বিবৃতিহীন, পুষ্পপল্লববিল্বপত্রাঞ্জলির পরে হাতে
করে এনে দেওয়া দৈবিক মাজন, চুম্বনের মার্জিত সিফারিস এখানে।

২৩শে অক্টোবর

খেলাধূলা

দুপায়ের ফাঁকে বল গড়াচ্ছে,রোদ গড়াচ্ছে,এ মরসুমে
উপভোগে থেকে আর বলা সম্ভব নয় খরিফ কেমন ছিল
ইলশেগুঁড়ি হলে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নয়ানজুলির পানকৌড়িরা
চঞ্চুতে সহজলভ্যতা নিয়ে,তবু তো কিছু অর্জণ হল
খেলাধূলা করার বয়েস আমাদের,লুটিয়ে পড়ে রান আটকানো
মিড অন ফাঁকা,লংঅন গাঁটছড়াটির সাথে এলানো কথাবার্তা
সিলিপয়েন্ট বললে কোন খেদ নেই,কর্কেটের লালে
স্বাস্থ্যবতী অনুস্বারগুলি কেবল,রামন লাম্বা হেলমেট খুলে রাখছে
সকল প্রকার বিপদের সম্মুক্ষীন হয়েও আস্বাদ ঘাসের
সহখেলুড়েদের মস্করা,হৃদয়ে গাত্রদাহ নিয়ে কলারে রুমাল
কারণ মরসুমটাই ভুলে যাওয়ার,সাইকেলচালিয়ে হইচইক্যাম্পাসে
শুষ্ক,আর্দ্রতাহীন নাকি আদৌ ছিল না এমত নেশার ঢলে আসা
গড়াচ্ছে দুপায়ের ফাঁকে বল,মিড অন ফাঁকা,খেদ নেই,হাততালি চোখে পড়ে

খাওয়াদাওয়া

শতপক্ষকাল নিরামিষ থেকে,কতই তো রড ঢুকেছে
পাশবিক রূচিতে এফোঁড়ওফোঁড়,মুখে লালটমাটো,সবুজ লেমনলিফ
গনগনে আঁচে,আত্ম্যত্যাগী ছিলা নামিয়ে রাখলে।
কারণ বধ্য তার যন্ত্রনায় একই জর্জর,তাতে গোলমরিচ
অয়েলপোর্ট্রেটে অকালবিস্মৃতা,পছন্দও নিভিয়ে দিলে জলের ছিটে

দক্ষিন ভারতীয় বন্ধুটি নাক কুঁচকেছিল,সে হায়দ্রাবাদী
ছোট্ট ,পেয়ারী আর্যাবর্তের খরগোশে অহেতুক করুনা উষ্ণ
আরোতর স্বাদু করে তোলে,কদমের রসই এক্ষেত্রে একমাত্র মদ
খাবারদাবারের কথা ভেবে বুড়োটে হয়ে যাবার মত অবসর
ছটফটে ,পালিয়ে যেতে পারে,যদিও,বুঝি লালসাদার জোড়
রঙের জগতে অনুপম সুষমার,ছকভাঙা কানন ফুল্লবতী
একটি ছোট,বাহারি,ঝরণাদার ভেবে ভেবে খিদে বিগত হল
পাঠক তার সর্বার্থ বুঝুন,শত্রুদের কথায় দিবার মত কান

২৯শে অক্টোবর

একটি চিঠি

তোমাকে অমলিন সোয়েটার বলে ডাকব ভেবেছি। স্বচ্ছলতায় অসামান্য শীত এইবার, পায়ের পরশে মেঝেটি অবশ।

চন্দ্রসমাহিত এ শ্মশানের দেহ, তার অস্থাবর নাভিতে হাত রেখে ভেবেছ দৈন্য কাটল বুঝি বা। সামান্য মেদ, আদরের সমাস স্পর্শাধীন, এহেন অপার বিকেলে ভেবেছ দূরত্ব, অস্তিত্বও স্থানাঙ্কনির্ভর। রণ- পা পরা, সাবধানী সন্ধ্যে, তার গতিহীনতার কৌতুক বোঝো, শাসন, কলতলা পেরোনোর পরে শবদেহর অমায়িক নাম ধরে ডাকা, সেও রোজকার ঝেল, অপর্যাপ্ত তেলের আলোয় আঙ্গুলে স্তন বোঝো, সেখানে বন্ধুত্বের পুরোনো আসন, ছদ্মবেশের ক্রশস্টিচ, প্রেম বোঝোনা তো। ঠোঁট অবধি টেনে দাও কম্বল, দু আউন্স হাওয়া, কালিমার প্রতি নির্ভরতার ভিতর দু দন্ড তোমার কাঁধের অসীমে মাথা, যৌন, যৌনতা বলে ডাকব ভেবেছি সব ঋতুকে অনিবার্য পরাজয়ের মুখে যারা ক্রমাগত চুম্বন ভেবেছিল, ভাবেনি, আবেগচিঠিপল্কাপ্রমিশের পরে আহা দূর, প্রবাস।

২৯শে অক্টোবর

বাল্মীকিজয়ন্তী

অনন্তযৌবন পসরা ঘুঙরু ছলছল,খসে গেল
হাস্যকবি অর্ঘ্যস্বরূপ রেণুপদে এই নিন খিল্লি
রামচরিতে কমতিটা কিসের,জিভ আটকে যায়, হারমোনিয়ামে
স্টেনলেস গ্লাস,আধেক আঁখি ভরে এল এমন কন্টক
সানুগ্রহে জানাতে হবে এই পথ পেরুতে চাই
ভোগ পারে কাঁটাভরা তরুমূলে খোয়ার প্রলেপ দিতে
চৌদ্দ সালের বনবাসের স্মৃতি উসকাতে চোদদো সালকি লউনডিয়া
নে তোর পিতলের জড়োয়া,ঝাড়চৌদ্দোপুরুষের নাম লেখা
এই আলো হ্যাজাকের,উষ্ণতা রুইওঠা কম্বলের,ইন্তেজার তিয়াসার
সকাল যদি বনটিয়াদুটির স্পর্ধিত ওড়াওড়ির হয় বাল্মীকিজয়ন্তীতে মৃতও জাগে
বিচার্য যখন ঠররা,লউনডিয়া,তমঞ্চা ;
বলিউডি নামের প্রবল ভার,ইয়াব্বড় কাঁচুলির পিছনে অনীহা এবং ক্যাওস
একমিনিট দরশন হবে বলে কারো ঘুম এলো না

৩০শে অক্টোবর

চিঠি ... চলুক

চারণ
*

দিগন্তপ্রমাণ মায়া আমরা প্লেটে ফেলে এসেছিলাম, একে অপরের এঁটো, বাসি। কি এমন যাতনা দিলেম, আরো আরো যন্ত্রনা চাস ?

শরীরহীন মোহের ভারে, মোহন, যমুনার সংস্বর্গে বিকেলের কাগজ উড়ে যায়। এখানে দাঁড়ালেন বুড়োরাজা, বিকারগ্রস্থ। আপাতত আশরীর মহানক্ষত্রদের সহবাস। আমাদের খোঁড়াকানাক্ষ্যাপাটে কেবিন, আলুথালু জবানের পুষ্পদান, শুধু 'জেগে আছিস' কিনা জানার জন্যে দেবযোনি হতে হৃৎপিন্ডে টেলিফোন। মৃদু তাচ্ছিল্য বেজে যায় ...আমাদের সংসার যেন ব্যর্থ কোনো ভায়োলিন মাস্টারের, অপুষ্ট শিশুর মত তাকে কেউ কন্ঠভরে পথ্য দিলে না।

*

কায়াহীনতায় তোর কুন্ঠা বাড়ে। না- বলা পেরেকগুলিকে শিশির বলে চালিয়ে দিলি, বললি ঘুমও হয়েছে দিব্যি।
আমার শরীরের মাপে মাপে তোর অনন্তকে বাসযোগ্য করে তোলা, রুদ্ধ, ক্লান্ত দীর্ঘ হেমন্তের মত শব্দগুলি এখন প্রতিবেশি আমাদের।

৩০শে অক্টোবর

দফারফা

কটাক্ষ হানিলে অটো, অ্যাতো সাজ কি বা যা অরিফুযোগ্য
সম্বন্ধী- অসম্বন্ধীয় ধারনাসকল নিশ্চিত হলে- আতাক্যালানে ;উঠতেবসতে
তিনগুনতি করে বেস্পতিবারের হাটে বিনিময়ে আবারো পথিকবনিতাদের
গুড়াকু বেঁচে অপেক্ষায় থিতু রাখা কাজল,ওই সইটি
তার জোড়াথুতনি,কশেরুকার কাছে পিছমোড়া করে নাচ হল,
উৎসর্গের দারু খেতে গিয়ে বেঞ্চের গ্রিজে লাঞ্ছিত সফেদ,তার অলকে
নশো একান্ন অর্বুদ মনুষ্যসমান বিঘত ভাগ্যে মুগ্ধ হলে
খানাখন্দের শুখাপ্ররোচনা,লটরপটর,ইয়ে কাঁহা আ গ্যায়ে হাম
হীনযানটির সহর্ষ আচমকা অনিদেশ্যের কোন একটি বিজাতীয় নামে দিগবদলে
উদরে ঠেসা সওয়ার ও ত্রিচক্রীচালক,কামুক ও আর্ত
খটখটে বিটুমেন,তেকোনা গ্রানাইট,ষন্ডনাভি,ফ্যান্টাসি কুড়ানোবাড়ানোর পর,সে কনুই- এ
সগন্ধ মেঘভার ভয়ানক আপত্তিতে ছায়াঘন,পথের মহীয়ান অক্ষত রইলে
ডেকে ডেকে দেখান যাবে ছটপুজার একপক্ষকালের মধ্যে দ্বিতীয় ঝঞ্ঝাবর্ত সরব হল